প্রথম আলো

তারিখ 11 MAR 2014
পৃষ্ঠা 20 কলাম 2

শিক্ষকশূন্য কলেজ

ঘাটতি যেখানে, মনোযোগ দিন সেখানে

যে দেশে ৪৭ শতাংশ স্নাতকই বেকার, সে দেশে সরকারি কলেজের হাজার হাজার শিক্ষকের পদ শূন্য থাকা পুরো ব্যবস্থার জন্যই এক পরিহাসের খবর। সমন্বয়হীনতা আর অবহেলা একসঙ্গে হলে যা হয়, তা-ই ঘটছে। তবে আরও অনেক সমস্যার মতো এর প্রতিকার তত কঠিন নয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কিছুদিনের উদ্যোগ-আয়োজনই পারে কলেজগুলোর শিক্ষকশূন্যতা দূর করতে।

গত শনিবারের *প্রথম আলো* খবরটি সামনে এনেছে। এতে বলা হয়েছে, দেশের ৩০৪টি সরকারি কলেজ ও সমপর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তিন হাজার ১৪৫টি শিক্ষকের পদ ফাঁকা রয়েছে। পাশাপাশি অধ্যক্ষ নেই ২০টি কলেজে। সরকারি কলেজের শিক্ষকদের অবসরের বয়স দুই বছর বাড়ানোর পর যেখানে নতুন শিক্ষক নেওয়ার প্রয়োজন কমার কথা, সেখানে এত বিপুলসংখ্যক পদ ফাঁকা রইল কী করে? অন্যদিকে দুই বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর প্রতিদিনই কোনো কোনো শিক্ষক পদ শূন্য হচ্ছেন। সেখানে অনেক কলেজেরই শিক্ষক-সমস্যায় ভোগার কথা। সমস্যাটা আরও প্রকট চেহারা পাওয়ার আগেই নড়েচড়ে বসতে হবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে।

এটা তো গেল সরকারি কলেজের হিসাব। সরকার স্বীকৃত বেসরকারি কলেজগুলোর অবস্থা আরও খারাপ। অনেক কলেজেই পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই, নেই যোগ্যতা অনুসারে নিয়োগের ব্যবস্থা। সরকারি কলেজগুলোর অবস্থা তুলনায় কিছুটা ভালো মনে করা হলেও দীর্ঘদিন শূন্য পদে নিয়োগ না থাকায় বোঝা যায়, সেখানেও যে ঘুণ ধরেছে। শিক্ষকের অভাবে পাঠদানে ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। এ ঘাটতি নিয়েই শিক্ষার্থীরা পাস করছেন। অথচ চাকরির বাজারে যোগ্যতার পরীক্ষার সময় দেখা যাচ্ছে, তাঁদের অনেকেই সনদধন্য হলেও বিদ্যার স্পর্শহীন।

সরকারি কলেজগুলোতে শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিসিএস পরীক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় উদ্যোগ নিয়ে এ ব্যাপারে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা নিতে পারে। উচ্চশিক্ষিত অথচ বেকার—এ রকম ব্যক্তিদের জন্য এটা এক সুখবর হতে পারে। পাশাপাশি বেসরকারি কলেজগুলোর শিক্ষক নিয়োগ, তাঁদের বেতনভাতাদি পরিশোধ এবং নিয়মিতভাবে পাঠদানের ব্যাপারে কড়াকড়ি আরোপ করার প্রয়োজন রয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে পাসের হারই শেষ কথা নয়। উপযুক্ত শিক্ষার জন্য দরকার উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত শিক্ষক। দরকার সমন্বয় ও নজরদারি। ঘাটতি যেখানে, সেখানে নজর দেওয়ার এখনই সময়।